



312045 - যবে নারী না জনে ফজর উদতি হওয়ার পর সহেরী খয়েছে

প্রশ্ন

আমি প্রায় তনি মাস ধরে তুর্কতিে আছি। গত শাবান মাসরে প্রথমার্ধে আমি আমার দায়তিবে থাকা কাযা রোযাগুলো রেখেছি। তুর্কতিে ফজররে আযানরে পার্থক্যরে বিষয়টি আমার জানা ছিল না। ঘটনাক্রমে শাবান মাসরে শেষেদনি আমি সটো জনেছি। এখন আমার উপর কি কাযা ও খাদ্য খাওয়ানো ওয়াজবি হবে? নাকি দুটোর একটি; নাকি উভয়টি? নাকি না-জানার কারণে এ মাসয়ালায় আমার উপর কোন কিছু ওয়াজবি হবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আপনি যে শহরে স্থানান্তরতি হয়ছেন যদি সবে শহরে ফজররে ওয়াক্ত শুরুর সঠিক সময় না জনে থাকনে এবং ফজর শুরু হওয়ার পর ফজর হওয়ার কথা না-জনে আহাৰ করে থাকনে: আলমেগণ ঐ ব্যক্তরি হুকুমরে ব্যাপারে মতভদে করছেন যে ব্যক্তরি রাত আছে ও ফজর হয়নি এ ধারণা করে পানাহার করছে; অনুরূপভাবে যে ব্যক্তরি সূর্য অস্ত গেছে ধারণা করে পানাহার করছে; এরপর প্রমাণ হয়ছে যে, এটি তার ভুল ছিল।

অনকে আলমেরে অভমিত হল যে, এই পানাহাররে মাধ্যমে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর বদলে অন্য একদনি রোযা রাখা তার উপর আবশ্যক।

অপর একদল আলমেরে মতে, তার রোযা সহি; সে ব্যক্তরি তার রোযাটি পূর্ণ করবে এবং তাকে কাযা পালন করতে হবে না।

এটি তাবয়ীদরে মধ্যে মুজাহদি, হাসান (রহঃ) এর অভমিত। ইমাম আহমাদ থেকে এক বর্ণনা। শাফয়ে মাযহাবরে আলমে মুযানি ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এই মতটি নিরিবাচন করছেন এবং শাইখ উছাইমীন এ অভমিতকে প্রাধান্য দয়িছেন।

সাহল বনি সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলেন:

وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

আযাতটি নাযলি হল; কনিতু الفجر من অংশটি নাযলি হয়নি। তখন এমন কিছু লোক ছিল যারা রোযা রাখতে চাইলে তাদের পায়ে একটি সাদা সুতা ও কালো সুতা বঁধে নতি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়টির মধ্যে পার্থক্য নিরিণয় করা না যতে ততক্ষণ



পর্যন্ত খতে থাকত। পরবর্তীতে আল্লাহ্নাযলি করনে: مِنَ الْفَجْرِ । তখন তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ্‌এখানে রাত ও দনিককে বুঝাচ্ছেন।”[সহিহ বুখারী (১৯১৭) ও সহিহ মুসলিমি (১০৯১)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

“না-জানার কারণে কোন ওয়াজবি ছড়ে দয়ো: যমেন যে ব্যক্তি ধীরস্থরিতা রক্ষা না করে নামায আদায় করছেলি এবং সে জানত না যে, এটি ওয়াজবি তার ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেনে যে, সময় পার হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় নামায আদায় করা কিতার উপর ওয়াজবি; নাকি ওয়াজবি নয়। দুটো অভিমিত: ইমাম আহমাদরে মাযহাবরে ও অন্য মাযহাবরে।

সঠিকি অভিমিত হচ্ছে এমন ব্যক্তকি পুনরায় নামায আদায় করত হবো না। কেনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদসি সাব্যস্ত হয়েছে যে, নামায আদায় অসঠিকিভাবে নামায আদায়কারী বদুঈনকে বলছেনে: তুমি গিয়ে নামায আদায় কর। কারণ তোমার নামায হয়নি। দুইবার বা তনিবার। লোকটি বলনে: ঐ সততার শপথ যনি আপনাকে সত্যসহ প্ররণে করছেনে আমি এর চয়ে ভলভাবে নামায পড়তে পারি না। আমাকে শখিয়ে দনি যভোবে পড়লে আমার নামায হবো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধীরস্থরিতাবে নামায পড়া শখিয়ে দলিনে। কনিতু তনি তাকে এই ওয়াক্তরে পূর্বরে ওয়াক্তরে নামায পুনরায় আদায় করার নর্দশে দনেনি। অথচ সে লোকটি বলছে যে, যনি আপনাকে সত্যসহ প্ররণে করছেনে আমি এর চয়ে ভল পারি না। তনি তাকে সেই নামাযটি পুনরায় পড়ার নর্দশে দয়িছেনে। কেনো সেই নামাযটির সময় ছিলি। অতএব সেই ব্যক্তসেই নামাযটি সেই সময়ে আদায় করত আদষ্টি। আর যে নামাযরে সময় পার হয়ে গেছে সেটি পুনরায় আদায় করার জন্য তনি তাকে নর্দশে দনেনি; অথচ সে ব্যক্তকিছু ওয়াজবি ছড়ে দয়িছেলি। যহেতে সেই ব্যক্তকি জানত না যে, সেটি তার উপর ওয়াজবি।

অনুরূপভাবে যে লোকেরো সাদা সুতা থেকে কালো সুতা পার্থক্য করত পোরা অবধি আহর করছে, ফজর উদতি হওয়ার পরও আহর করছে তনি তাদরেকও রোযাগুলো পুনরায় রাখার আদশে দনেনি। যহেতে এই ব্যক্তগিণ ওয়াজবি সম্পর্কে অজ্ঞে ছিলনে। তাই তনি তাদরে অজ্ঞেতার সময়ে তারা যে ওয়াজবি ছড়ে দয়িছে সেই আমলরে কাযা পালনরে নর্দশে দনেনি। যমেনভাবে কাফরে ব্যক্তকি সে কাফরে থাকা অবস্থায় যে আমলগুলো পালন করনে সিগুলোর কাযা পালন করার নর্দশে দয়ো হয় না।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/৪২৯-৪৩১)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“অজ্ঞেতা হচ্ছে (আল্লাহ্‌আপনাকে মুবারকময় করুন): না-জানা। কনিতু কখনও কখনও মানুষরে অজ্ঞেতার ওজর গ্রহণ করা হয় পূর্বকৃত আমলরে ক্ষত্রে; বর্তমান আমলরে ক্ষত্রে নয়। এর উদাহরণ যা সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেনে যে, এক লোক এসে এভাবে নামায পড়ল যাতো কোন ধীরস্থরিতা ছিলি না। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে তাকে সালাম দলি। তখন তনি বললনে: ফরি গিয়ে নামায পড়। কারণ তোমার নামায হয়নি।



এভাবে তিনি তার তাকে ফিরিয়ে দলিনে। তখন লোকটি বলল: ঐ সত্যার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্ররোণ করছেন আমি এর চয়ে ভাল পারনি। অতএব আপনি আমাকে শখিয়ে দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শখিয়ে দলিনে। কনিত্তু তিনি তাকে পূর্ববরে নামায কাযা পালন করার নর্দিশে দনেনি। যহেতে সএ অজ্ঞে ছিলি। তিনি তাকে কবেল বর্তমান নামাযটি পুনরায় আদায় করার নর্দিশে দলিনে।”[লকিউল বাব আল-মাফতুহ; শামলোর নম্বর (১৯/৩২)]

আরও বশে জানতে পড়ুন: 38543 নং প্রশ্নোত্তর।

এ অভমিতরে সারাংশ হল: নতুন শহররে সময়রে পার্থক্য না জানার কারণে আপনার ওজর গ্রহণযোগ্য এবং আপনার রোযা সঠকি। কছি কছি সাহাবীদরে ক্ষত্রেও এমন ঘটনা ঘটর ব্যাপারে জানা গছে। কনিত্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে রোযা কাযা করার নর্দিশে দয়িছেনে মর্মে উদ্ধৃত হয়নি।

তবএ তা সত্ববেও আপনি যদি নিজিরে দ্বীনরে ব্যাপারে সতর্কতা গ্রহণ করে এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করনে তাহলে সটো ভাল, সন্দহে থকে অধকি দূরবর্তী এবং আলমেদরে মধ্যযে যারা ওয়াজবি বলে থাকনে তাদরে মতভদরে উর্ধ্বে থাকার উপায়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞে।